কলিকাতা হাইকোর্ট

অর্ডিনারি অরিজিনাল এক্তিয়ার (অরিজিনাল সাইড) সিভিল কমার্শিয়াল ডিভিশন

আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
বনাম
উইলিয়ামসন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা

উপস্থিতঃ মাননীয় বিচারপতি কৃষ্ণা রাও

আই এ নং জিএ/১/২০২২
জিএ/ ২/২০২২
সিএস/২২৭/২০২২ এর
২০২২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর এই সংক্রান্তে শোনা হয়েছে,
আদেশ জারি করা হয় ২০২২ সালের ৩রা নভেম্বর ।

উপস্থিতঃ শ্রী রত্নাঙ্ক ব্যানার্জী, বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট শ্রী শাখ্য সেন, অ্যাডভোকেট।

শ্রী রোহিত দাস, অ্যাডভোকেট। শ্রী দ্বিপায়ন বসু মল্লিক, অ্যাডভোকেট, শ্রী অভিষেক কিসকু, অ্যাডভোকেট, শ্রী শুভঙ্কর দাস, অ্যাডভোকেট, আবেদনকারীর হয়ে

শ্রী অভিজিৎ মিত্র, বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট। দেবনাথ ঘোষ, অ্যাডভোকেট। শ্রী ঋতবন সরকার, অ্যাডভোকেট। শ্রী সঞ্জয় গিনোডিয়া, অ্যাডভোকেট। শ্রী শ্বেতাঙ্ক গিনোডিয়া, অ্যাডভোকেট। শ্রী সুশাইত দত্ত মজুমদার, অ্যাডভোকেট। শ্রী ভাবেশ গারোদিয়া, অ্যাডভোকেট..... ২ নম্বর প্রতিবাদীর হয়ে।

শ্রী জিষ্ণু সাহা, বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট। সৌম্য রায় চৌধুরী, অ্যাডভোকেট। শ্রী দীপক আগরওয়াল, অ্যাডভোকেট, ৬ নং প্রতিবাদীর হয়ে।

শ্রী জয় সাহা, সিনিয়র অ্যাডভোকেট..... ২ নং প্রতিবাদীর হয়ে।

শ্রী শতদীপ ভট্টাচার্য, অ্যাডভোকেট, শ্রী রিটবান সরকার, অ্যাডভোকেট, শ্রী সংকেত সরকার, অ্যাডভোকেট, শুভজিৎ ঘোষ, অ্যাডভোকেট, ২২ নং প্রতিবাদীর হয়ে

আদেশঃ যে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয় তা হল আবেদনকারী বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫-র ধারা ১২-এ অনুযায়ী প্রাক-মামলা শুরু মধ্যস্থতার প্রতিকার ছাড়াই বর্তমান মামলা দায়ের করার অনুমতি পাওয়ার অধিকারী কিনা।

আবেদনকারী প্রতিবাদীগনদের বিরুদ্ধে ১,৩২,০০,০৪,২৭৯ টাকার ডিক্রি এবং সুদ ও সংশ্লিষ্ট প্রার্থনার আবেদন জানিয়ে মামলা দায়ের করেছেন।

আবেদনকারী প্রতিবাদীগনদের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদনও দাখিল করেছেন।আবেদনকারী বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫-র ১২-এ ধারার আওতায় প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থ এবং নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা তুলে দেওয়ার জন্য অবিলম্বে সাময় মঞ্জুর করার জন্য একটি আবেদনপত্র দাখিল করেছেন।

বাদীপত্রে প্রতিবাদীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ডাব্লুএম গ্রুপে ২০১৭-র ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ২ ও ৩ নম্বর বিবাদী পক্ষের মাধ্যমে এবং ডাব্লুএম গ্রুপের অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে, যার মধ্যে ১ ও ৪ নম্বর বিবাদী পক্ষের মাধ্যমে প্রতিবাদীর কাছে যায় এবং জানায় যে, এর জন্য অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন এবং ১৫০ কোটি টাকার টার্ম লোন সুবিধা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং তা উত্তরদাতা নং ৬ এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি, উত্তরদাতা নং ১৫ এর পরিচালক এবং ট্রাস্টিদের মাধ্যমে উত্তরদাতা নং ১৬ এর ট্রেজারি শেয়ার বিক্রি করে পরিশোধ করা হবে।এই দাবির সময়, বিবাদীরা উত্তরদাতা নং ১৫-এর সর্বশেষ উপলব্ধ অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীও হস্তান্তর করেছে যাতে উত্তরদাতা নং ৬-এর শেয়ারে বিনিয়োগ দেখানো হয়েছে যার আনুমানিক বাজার মূল্য সহ উত্তরদাতা নং ৬-এর শেয়ারহোল্ডিংয়ের প্রায় ২৫% রয়েছে যা ২০১৭-র মার্চ পর্যন্ত আনুমানিক বাজার মূল্য ৪৫০ কোটি টাকা।।

ডাব্লুএম গ্রুপের সামগ্রিক আর্থিক শক্তি, বিশেষ করে, তার খুব বড় সর্বসাধারণের সংস্থা, উত্তরদাতা নং ৬ এবং ৩৪, যা তাদের হিসাবপত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল, প্রতিবাদীগন দ্বারা নির্ভর করা হয়েছিল এবং বাদীর উপর একটি শক্তিশালী আর্থিক পটভূমির ছাপ তৈরি করেছিল।বাদিকে উল্লিখিত উপস্থাপনার বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে সন্তুষ্ট করে এবং একই সাথে উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রদত্ত আশ্বাসের উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবাদী নং ৬-এর ট্রেজারি শেয়ার বিক্রি থেকে চিহ্নিত নগদ প্রবাহ থেকে পরিশোধের সুবিধার নিশ্চয়তা সহ, বাদি ২৪.০৩.২০১৭ তারিখের ক্রেডিট এগ্রিমেন্ট লেটার জারি করে ১৫০ কোটি টাকা ধার দিয়েছেন উল্লিখিত চুক্তিতে উল্লিখিত শর্তাবলীতে।১ নম্বর প্রতিবাদীর পক্ষে, ১৬ নম্বর প্রতিবাদীর একজন নির্দেশকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সময়ে এই সুবিধা সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়।এই সুবিধা সংক্রান্ত চুক্তি রূপায়ণের পর মোট ১৫০ কোটি টাকা ৩০. ০৩. ২০১৭ তারিখে ১ নম্বর প্রতিবাদীকে দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে, ২০১৮ সালে বাদি এবং এমবিইসিএল-এর মধ্যে পরবর্তী লেনদেনের মাধ্যমে ডব্লিউএম গ্রুপ বাদির কাছ থেকে আরেকটি পৃথক ঋণ সুবিধা/আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে।বাদি ২৪. ০৩. ২০১৮ তারিখে ৭০ কোটি টাকার বাধ্যতামূলক রূপান্তরযোগ্য বিভিন্ন শেয়ারের সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে ঋণ সুবিধা/আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করেছিলেন, যার বিষয়ে বাদি পুট অপশন চুক্তি করেছিলেন।উভয় পক্ষই নির্দিষ্ট ক্রস সিকিউরিটি/ক্রস প্লেজ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে আরও সম্মত হন যে ডব্লিউএম গ্রুপের

দ্বারা তৈরি করা কিছু সিকিউরিটি পূর্ববর্তী সুবিধার সুরক্ষার জন্য আবেদনকারীর পক্ষে যা এই মামলার বিষয়বস্তু, পরবর্তী পুট অপশন চুক্তির অধীনে এমবিইসিএল-এর বাধ্যবাধকতা সুরক্ষিত করার জন্য সুরক্ষা রেখেছে, যা এই মামলার বিষয়বস্তু নয়।উপরোক্ত উভয় সুবিধার সাধারণ এই ধরনের সিকিউরিটিগুলিতে অন্য বিষয়গুলির পাশাপাশি পুট অপশন এগ্রিমেন্ট রয়েছে, যার মধ্যে প্রতিবাদী নং ৬ (এমআরআইএল) এবং প্রতিবাদী নং ৩৪-এর শেয়ারের প্রতিবাদীশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিবাদীরা বিশেষ করে ১, ২, ৩, ৪ এবং ৬ নম্বর বিবাদীরা বিভিন্ন চুক্তিতে উল্লিখিত বিবাদীগন সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও এম আর আই এল ট্রেজারি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও ২০১৮ সালের জুন মাসের মধ্যে এই সুবিধা ফেরৎ দেওয়ার জন্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি এবং যা উক্ত বিবাদীদের কাছে উক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য বিবেচনা প্রকাশ করা হয়েছিল।

২, ৩, ৪ এবং ৬ নম্বর বিবাদী নম্বর ১৫ এবং ১৬ সহ বিবাদী নম্বর ৬-এর প্রায় ২৫% শেয়ার, যার মূল্য ৪৫০ কোটি টাকা, সেই চুক্তির এক্সপ্রেস শাখায় এবং সুবিধা বিতরণের সময় বিবাদীগন দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

বাদী স্টক এক্সচেঞ্জ ডিসক্লোজারটি ৩০. ১১. ২০১৭ জুড়ে এসেছিলেন বিবাদী নং ৬ এর ভিত্তিতে যখন বিবাদী নং ১৬ -এর জন্য বিবাদী নং ১৫ -এর ট্রাস্টি হিসাবে তাঁর ক্ষমতায় ৩০. ১১. ২০১৭ তারিখে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি প্রতিটি 5 টাকা মূল্যের ১,০০,০০,০০০ ইক্যুইটি শেয়ার বিক্রি করেছেন, যা বর্তমান বাজার মূল্যে ৬ নম্বর উত্তরদাতার পরিশোধিত মূলধনের ৯. ১৩৬১% শেয়ার প্রতিনিধিত্ব করে।

বাদী যখন এই তথ্য জানতে পেরেছিলেন, তখন বাদী ৩০. ১১. ২০১৭ তারিখে এমআরআইএল ট্রেজারি হোল্ডিংয়ের ৯. ১৩৬১% বিক্রির বিষয়ে বিবাদী নং ১ এবং ৪ এর অনুলিপি সহ বিবাদী নং ২ এবং ৩ -কে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন বিবাদী নং ১৬ এর দ্বারা এক্সপ্রেস অঙ্গীকারের বিপরীতে প্রোমোটাররা যে এমআরআইএল কোষাধ্যক্ষের ২৪.৫% হোল্ডিং বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে সুবিধাটি পরিশোধ করতে ব্যবহার করতে হবে।আবেদনকারী সংস্থার প্রোমোটারদের অনুরোধ করেছেন, এমআরআইএল-এর শেয়ার বিক্রি থেকে যে অর্থ পাওয়া গেছে, তা যেন সংশ্লিষ্ট শর্তানুযায়ী পরিশোধ করা হয়।আবেদনকারীর অনুরোধ সত্ত্বেও, উদ্যোক্তারা আবেদনকারীকে কোনও উত্তর না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

বাদী আরও জানতে পেরেছিলেন যে, ৭ই মে, ২০১৯ থেকে ০১ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত সময়কালে ৬ নম্বর বিবাদী, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং ১৭, ১৮ ও ২৭ নম্বর বিবাদী সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে ৬ নম্বর বিবাদী যে তথ্য প্রকাশ করেছেন, তার ভিত্তিতে বাকি ১, ৭০, ৬৭, ৫০০ এম আর আই এল ট্রেজারি শেয়ার,

যা সেই সময় ১০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের ১৫ নম্বর উত্তরদাতা সংস্থার শেয়ার মূলধনের ১৬. ৩৯৪ শতাংশ যা বিবাদী নং ১৫ এর কাছে আছে।

এই ধরনের বেআইনি ও প্রতারণামূলক কাজ করার পর ১৬ নম্বর বিবাদী ১৯. ০৭. ২০১৯ তারিখে ৬ নম্বর কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ১৯. ০৬. ২০২০ তারিখে ১৫ নম্বর বিবাদী সংস্থার পরিচালন পর্ষদ থেকেও পদত্যাগ করেন।

বাদীকে বিপথগামী করা হয়েছিল ১ নম্বর বিবাদির এবং তার কোম্পানি গোষ্ঠী দ্বারা, বিশেষ করে ৬ নম্বর উত্তরদাতার ভুল উপস্থাপনার ভিত্তিতে এবং অন্যায়ভাবে আর্থিক সুবিধা চুক্তি সম্পাদনের প্ররোচনার কারণে।

বিক্রির সঙ্গে বিবাদি নম্বর ১ থেকে ৩৪ নম্বর যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে বিবাদি নম্বর ১ দ্বারা বাদীর বকেয়া অর্থ দিতে বাধ্য।২০২২ সালের ২৯শে এপ্রিল কোলকাতার জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল এমবিইসিএল-এর ক্ষেত্রে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬-র ১৪ নম্বর ধারার আওতায় স্থগিতাদেশ জারি করে।

আবেদনকারীর কৌঁসুলি দাখিল করেন যে যেহেতু বিবাদীগন আবেদনকারীর কাছ থেকে উক্ত অর্থ ধার নিয়েছেন এবং সুবিধা সংক্রান্ত চুক্তিটি এই শর্তে কার্যকর করা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, বিবাদীগন উক্ত অর্থ ফেরত দেবে, তবে উক্ত অর্থ ফেরত দেওয়া সত্ত্বেও, প্রতিবাদীগন অবৈধভাবে এমআরআইএল ট্রেজারি শেয়ারগুলি হস্তান্তর/নিষ্পত্তি করেছে এবং এর অর্থ অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে এবং বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১২-এ ধারার আওতায় প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার প্রতিকার ছাড়াই বর্তমান মামলা দায়ের করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিবাদীর জন্য কৌঁসুলি উপস্থিত হয়েছেন এবং প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার প্রতিকার না করেই মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়ার জন্য বাদীর করা প্রার্থনার বিরোধিতা করেছেন।

বাণিজ্যিক আদালত ১১ নম্বর আদেশের ১ নং নিয়মের বিধান উল্লেখ করে প্রতিবাদীগন পক্ষের কৌঁসুলি দাখিল করেন যে, আবেদনকারীকে তার ক্ষমতা, দখল, নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে থাকা মামলার সমস্ত নথির তালিকা এবং সমস্ত নথির ফটোকপি দাখিল করতে হবে। কিন্তু বর্তমান মামলায়, বাদীর উল্লিখিত নথিগুলি দাখিল করেননি এবং আদালতের কাছ থেকে কোনও অনুমতি ছাড়াই বর্তমান আবেদনে নথিগুলি দাখিল করেছেন যাতে বাদীর অংশ হিসাবে এবং নথিগুলির উপর নির্ভর করা নথিগুলি রেকর্ডে আনা হয়। বর্তমান আবেদনে আবেদনকারীকে বিবেচনা করা যাবে না।

বিবাদী নং ১ এর কৌঁসুলি আবেদনের (২০২২-এর জিএ ২) এর ৯০ নম্বর পৃষ্ঠাটি থেকে ১১২ নম্বর পৃষ্ঠা উল্লেখ করে এবং দাখিল বলেন যে, উল্লিখিত নথিগুলি অভিযোগের সাথে তালিকাভুক্ত নথি নয়।১ নম্বর বিবাদীর কৌঁসুলি আরও জানান যে, বর্তমান আবেদনের

(২০২২-এর জিএ-২) সংযুক্তি ‘এ’, ‘বি’ এবং ‘সি’ প্রাক-মামলা নথি, কিন্তু বাদী অভিযোগপত্রে উল্লিখিত নথিগুলি প্রকাশ করেননি।

বিবাদী নং ১ হয়ে কৌঁসুলি বলেন যে, মামলা দায়েরের জন্য পদক্ষেপের কারণ ২০১৭ সালের পরে উদ্‌ভূত হয়েছিল কারণ আবেদনকারী জানতে পেরেছিলেন যে উত্তরদাতারা উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ ফেরত দিচ্ছেন না এবং তাদের শেয়ার স্থানান্তর করছেন কিন্তু এখনই মামলাটি দায়ের করেননি, আবেদনকারী মামলায় জরুরী দাবি করতে পারবেন না বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫ এর ধারা ১২- এ এর অধীনে প্রদত্ত প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার বিধান এড়াতে।

২ নং প্রতিবাদীর কৌঁসুলি বলেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন আব্যাহতির জন্য কোনও আবেদন করা হয়নি এবং কোনও আব্যাহতি মঞ্জুর করা যাবে না।আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, বাদী স্বীকার করেছেন যে, এই এই মামলার সঙ্গে ২৮.০৩.২০১৭ তারিখের ক্রেডিট ফেসিলিটি অ্যাগ্রিমেন্ট জড়িত এবং আবেদনকারী সময় সময় বিভিন্ন স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন যার মধ্যে ০১. ১২, ২০১৭-র ১০. ১২. ২০১৭, ২২. ০৮. ২০১৯, ২৪. ০৯. ২০১৯ এবং ২৫. ১০. ২০১৯ এবং ১২. ০৩. ২০২০ তারিখের চিঠিও রয়েছে এবং যেমন পাঁচ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে কোন জরুরীতা নেই কারণ বাদী জানতে পেরেছেন যে বিবাদীগন উক্ত অর্থ পরিশোধ করেননি এবং ২০১৭ এবং ২০২০ সালেই শেয়ারগুলি হস্তান্তর করেছেন।আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, বাদি স্বীকার করেছেন যে তিনি ৩১. ০৩. ২০২০ এবং ৩১. ০৩. ২০২১ তারিখে নোটিশ পাঠিয়েছেন কিন্তু বিবাদীগন উক্ত ঋণ পরিশোধ করেননি এবং এই পর্যায়ে, বাদী জরুরি ভিত্তিতে দাবি করতে পারেন না।

২ নং বিবাদীর আইনজীবীর পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, ২০২০ সালে মোরাটোরিয়াম অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, যা বাদীর জ্ঞাতসারে ছিল, কিন্তু এই দুই বছর ধরে প্রতিবাদী কোনও পদক্ষেপ নেননি এবং দুই বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ করে বাদী জরুরি আবেদনটি নিয়ে এসেছেন, যা গ্রহণ করা যাবে না।

২ নম্বর বিবাদীর হয়ে বিদ্বজ্জন কৌঁসুলি আরও উল্লেখ করেন যে, বাদী এই মর্মে স্বীকারোক্তি করেছেন যে, ২০২২-এর জুলাই মাসে বাদী ১ নম্বর বিবাদীর ৩১. ০৩. ২০২২ তারিখে নথিভুক্ত ত্রৈমাসিকের অডিট করা অর্থ থেকে জানতে পেরেছেন, যার ওপর নির্ভর করা যায় না।২ নম্বর বিবাদীর কৌঁসুলি আরও বলেন যে, বাদী স্বীকার করেছেন যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ইতিমধ্যেই ৪ নম্বর বিবাদীর নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থাটি চালানোর লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছে।২ নং বিবাদীর কৌঁসুলি আরও জানান যে বাদী মামলার কপি পরিবেশন করেননি এবং নিষেধাজ্ঞা অনুমোদনের জন্য দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৩৮ বিধির ৫ নং ধারার উপাদানগুলির সমর্থনে কোনও নথিও সংযুক্ত করেননি।

২ নং বিবাদির কৌঁসুলি আরও বলেন যে, প্রতিবাদীর বর্ণিত ঘটনাটি মামলা দায়েরের আগে ঘটেছে, কিন্তু আবেদনপত্রে, প্রতিবাদী উক্ত নথিটি প্রকাশ করেননি এবং প্রতিবাদী উক্ত নথিটি নথিভুক্ত করার জন্য অনুমতি চেয়ে কোনও আবেদন ছাড়াই এই আবেদনপত্রে উক্ত নথিটি সংযুক্ত করেছেন এবং এই ধরনের নথির উপর নির্ভর করা যায় না।

২ নং বিবাদির কৌঁসুলি বলেন যে, বাদীর দায়ের করা মামলায় কোনও তৎপরতা নেই এবং তাই, বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫-র ১২-এ ধারার আওতায় প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার মাধ্যমে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিবাদীগণের কৌঁসুলি বর্তমান আবেদনটি প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রার্থনা করেন।

৬ নং বিবাদীর কৌঁসুলি বলেন যে, প্রতিবাদী বর্তমান আবেদনে মোট অভিযোগটি উল্লেখ করেছেন।৬ নম্বর বিবাদির কৌঁসুলি আরও জানান যে, বাদী দেওয়ানি কার্যবিধির ৩৮ নম্বর আদেশের ৫ নম্বর নিয়মের আওতায় জরুরি ভিত্তিতে সুরাহা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার জন্য কোনও নথি দাখিল করেননি।৬ নং বিবাদীর কৌঁসুলি আরও জানান যে, বাদী এই আদালত থেকে মামলার নথিপত্র ছাড়াও আরও নথিপত্র পেশ করার জন্য কোনও অনুমতি পাননি।৬ নম্বর বিবাদীর কৌঁসুলি আরও বলেন যে, এই মামলাটি দাখিল করা হয়েছিল ২০২২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর এবং উপস্থাপনা করা হয়েছিল ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে কিন্তু অভিযোগে আরও নথি অন্তর্ভুক্ত করার মঞ্জুরি পাওয়ার জন্য কোনো আবেদন করা হয়নি। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারী সুরক্ষিত ঋণের জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন না।৬ নম্বর বিবাদীর কৌঁসুলি বলেন যে, প্রতিবাদী অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তির জন্য একটি আবেদনের সঙ্গে এই মামলাটি দায়ের করেছেন এবং এই আবেদনটি যেটি হল ২০২২ সালের জিএ-২ হিসেবে বিবেচিত হবে না।৬ নম্বর বিবাদীর কৌঁসুলি আরও জানিয়েছেন যে, নথির প্রেক্ষিতে কোনও জরুরি অবস্থা দেখা যাচ্ছে না এবং প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার প্রতিকার না করে মামলা দায়ের করার জন্য কোনও অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না।

শুনেছি, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলিদের, উকিলদের এবং নথিপত্র রেকর্ডে উপলব্ধ।।বাদী বিবাদীগণের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন এবং অন্যান্য প্রার্থনা ও সুদ সহ অর্থ উদ্ধারের জন্য। মামলা দায়েরের সময় আবেদনকারী অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন জানিয়েছিলেন।

অবশ্য, মামলাটি বাণিজ্যিক মামলা এবং কোনও পক্ষই এই মামলার প্রকৃতি সম্পর্কে অস্বীকার করেনি।

বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১২-এ ধারার আওতায় প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার ব্যবস্থা না করে আবেদনকারী মামলা দায়ের করার অনুমতি পাওয়ার যোগ্য কি না, তা নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একমাত্র বিরোধ রয়েছে।

বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫-র ১২ (এ) ধারা নিম্নরূপ:

১২-এঃ প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতা এবং নিষ্পত্তি:

১. এই আইনের আওতায় কোনও জরুরি অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তির কথা ভাবা হয়নি, এমন কোনও মামলা দায়ের করা যাবে না, যদি না বাদী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার প্রতিকার শেষ করে।

২. লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটিজ অ্যাক্ট, ১৯৮৭ (১৯৮৭-র ৩৯)-এর আওতায় গঠিত কর্তৃপক্ষগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি মারফৎ প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার জন্য ক্ষমতা দিতে পারে।

(২০২২) সালের এসসিসি অনলাইন এসসি ১০২৮ (পাতিল অটোমেশন প্রাইভেট লিমিটেড এবং ওরস বনাম রাখেজা ইঞ্জিনিয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড) এর মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যেঃ

"৯২. এই সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করব।আমরা ঘোষণা করছি যে এই আইনের ১২এ ধারা বাধ্যতামূলক এবং ধারা ১২এ-র নির্দেশ লঙ্ঘন করে যে কোনও মামলা দায়ের করা হলে তা অবশ্যই পরিদর্শন করতে হবে এবং সপ্তম আদেশের ১১ নম্বর নিয়মের অধীনে অভিযোগ খারিজ করতে হবে।এই ক্ষমতা আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়েও প্রয়োগ করতে পারে, যেমনটা পূর্বে রায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।তবে, আমরা এই ঘোষণাটি ২০২২ সালের ২০শে আগস্ট থেকে কার্যকর করি যদিও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাররা যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত আছেন। তবে, আরও স্পষ্ট করে বলতে হবে যে, যদি কোনও অভিযোগ ইতিমধ্যেই খারিজ হয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়, তা হলে এই ঘোষণার ভিত্তিতে বিষয়টি পুনরায় খোলা যাবে না।

এমনকি, যদি নতুন করে মামলা দায়ের করে অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কার্যকর করা হয়, তা হলে সম্ভাব্য কার্যকারিতা ঘোষণার ফলে বাদীর কোনো লাভ হবে না।পরিশেষে, হাইকোর্ট ১২এ ধারা বাধ্যতামূলক ঘোষণার পরেও যদি অভিযোগটি দাখিল করা হয়, তা হলে বাদী স্বস্তি পাওয়ার অধিকারী হবেন না।

এই রায়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট ১২এ ধারাকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছে, যদি মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে নিষ্পত্তি না হয়।

দীনেশ লাল দাবানি এবং অন্যান্য বনাম ডিএসপিসি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্য, ১৪. ১০. ২০২২-এর মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ রায় দেয় যে, “যে শব্দগুলি কোনও জরুরি অন্তর্বর্তী সুরাহা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না, সেগুলি বাদীর চিন্তাভাবনাকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ বাদীরা কোনও জরুরি অন্তর্বর্তী সুরাহা চান কি না।এই ধারার ভাষা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, একতরফাভাবে জরুরি স্বস্তি মঞ্জুর করা হোক বা না হোক, প্রথমে আদালতই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার প্রতিকার থেকে ছাড় দেওয়া হবে কিনা।

"২ দিল্লি হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ ১৬. ০২. ২০২২ তারিখে এমএস ইনটেন্স ফিটনেস অ্যান্ড স্পা প্রাইভেট লিমিটেড বনাম এমএস আপনাগার বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড মামলায় রায় দিয়েছে যে, “আমরা মনে করি যে, যেখানে কোনও মামলা বাণিজ্যিক আদালত আইনের অধীনে কোনও জরুরি অন্তর্বর্তীকালীন ছাড়ের কথা বিবেচনা করে, সেখানে প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার প্রতিকার ছাড়াই এটি দায়ের করা যেতে পারে।

যে শব্দগুলি " কোনও জরুরি অন্তর্বর্তীকালীন সুরাহা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না, তা কোনও জরুরি অন্তর্বর্তীকালীন সুরাহা চাওয়া বা না চাওয়ার অভিযোগকারীর ইচ্ছাকে বোঝায়।"বর্তমান মামলায় বাদী অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেছেন।

বাদী প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার প্রতিকার না করে বর্তমান মামলা দায়ের করার জন্য অনুমতি চেয়ে ২০২২ সালের জিএ ২-এর বর্তমান আবেদনও দাখিল করেছেন।বাদী একটি মামলা করেছিলেন যে বাদী বিবাদীকে ১৫০ কোটি টাকা ধার দিয়েছেন এই আশ্বাসে যে বিবাদীরা বিবাদী নং ৬ এর শেয়ার বিক্রি করে দুই বছরের মধ্যে উল্লিখিত অর্থ ফেরত দেবেন কিন্তু পরবর্তীকালে বাদী জানতে পেরেছিলেন যে, বিবাদীগন প্রতারণামূলকভাবে এবং অবৈধভাবে এমআরআইএল ট্রেজারি শেয়ারের হস্তান্তর/নিষ্পত্তি করেছেন এবং এর থেকে প্রাপ্ত অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছেন।বাদীর প্রধান যুক্তি হল, যদি কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি না করা হয় তবে এই আশঙ্কা রয়েছে যে যদি আবেদনকারীর পক্ষে কোনও ডিক্রি জারি করা হয় তবে তা কেবল একটি কাগজের ডিক্রি হবে যা আবেদনকারী তা কার্যকর করার বিরোধিতা করবে না।বিবাদীগন এবং ক্যাভিয়েটর তাঁদের আপত্তি জানিয়ে বলেছেন যে, ২০১৭ সালেই বাদী বিবাদীগণের শেয়ার হস্তান্তরের বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন এবং এর পরবর্তী সময়ে প্রতিবাদী ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিষয়টি জানার পরেও ২০২০ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকটি চিঠিপত্র পাঠিয়েছেন, বাদী কোনো পদক্ষেপ নেননি এবং এই পর্যায়ে হঠাৎ করেই বলা যায় না যে কোনো জরুরি প্রয়োজন আছে।বিবাদীগন আরও দাবি করেছেন যে, আবেদনকারী মামলার সমস্ত নথি প্রকাশ করেননি এবং আবেদনকারী এই ২০২২ সালের জিএ ২ আবেদনে কিছু নথি জমা দিয়েছেন, যেগুলিকে মামলার নথির অংশ হিসাবে বিবেচনা

করা যাবে না কারণ বাদী উক্ত নথিগুলিকে এই মামলার অংশ হিসাবে আনতে এই আদালত থেকে কোনও সম্মতি নেননি।

৬ নম্বর বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি (২০১১) ৬ এস সি সি ৩২১ (মহাদেব গোবিন্দ গার্গে এবং অন্যান্য বনাম স্পেশাল ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফিসার, আপার কৃষ্ণ প্রজেক্ট, জামখণ্ডি, কর্ণাটক)-এ বর্ণিত রায়ের উপর নির্ভর করেছেন এবং বলেছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অন্তর্বর্তী আদেশ দেওয়ার আগে আদালতকে একটি ক্যাভেটর কথা শুনতে হবে।এই আবেদনে (২০২২-এর জিএ ২), বাদী কোনও পক্ষের বিরুদ্ধে কোনও অন্তর্বর্তী আদেশের জন্য প্রার্থনা করেননি, তবে আবেদনকারী প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার প্রতিকার না করে কেবল মামলা দায়ের করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছেন।বাদী উক্ত মামলা দায়েরের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন যাতে বাদী জরুরি ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি মঞ্জুর করার জন্য একটি আবেদন পেশ করতে পারেন এবং তাই এই আদালত মনে করে যে, বিবাদী নং ৬-এর রায় বর্তমান আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কারণ বিবাদী অন্তর্বর্তীকালীন সুরাহা মঞ্জুর করার আবেদনের শুনানির সময় শুনানির সুযোগ পাবে।যুক্তিতর্ক চলাকালীন বাদী বলেন যে আবেদনকারী এই আবেদনের সাথে সংযুক্ত নথিগুলির উপর নির্ভর করছেন না এবং কেবল অভিযোগপত্রে প্রকাশিত নথিগুলির উপর নির্ভর করছেন।

২০১৫-র এই আইনের উদ্দেশ্য হ'ল – বাণিজ্যিক বিরোধের দ্রুত এবং দ্রুত নিষ্পত্তি।আইনসভার বিবেচনায় প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে অভিযান এবং গতি অর্জন করা যায়।২০১৫-র আইনের ১২এ (১) ধারায় ২০১৫-র আইনের আওতায় দায়ের করা মামলাগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।এটি দুটি শ্রেণির স্যুটকে আলাদাভাবে বিবেচনা করে।আবেদনকারীর জরুরি ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন আব্যাহতি পাওয়ার প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে মামলাগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়।একটি শ্রেণী হল এমন একটি মামলা যেখানে বাদী জরুরি ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন অব্যাহতি চান না।

এই ধরনের বিভাগে ২০১৫ সালের আইনের ১২ (ক) ধারায় প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত বাদীকে মামলা দায়ের করতে নিষেধ করা হয়েছে।২০১৫'র আইনের ১২এ ধারার (১) উপ-ধারায় বলা হয়েছে, একজন বাদী একটি প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে বাধ্য, যদি না তিনি বাণিজ্যিক বিরোধের ক্ষেত্রে, বাণিজ্যিক বিরোধের সমাধানের জন্য আদালতে যাওয়ার জন্য জরুরী অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি চান।২০১৫-র আইনের ১২ (ক) ধারায় প্রাক-প্রতিষ্ঠানিক মধ্যস্থতার দায়িত্ব বাদীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং বিবাদীর উপর একটি সংশ্লিষ্ট অধিকার ন্যস্ত করেছে।বিবাদী প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার অধিকার ভোগ করে এবং বাদী প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতায় যেতে ব্যর্থ হলে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে।প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতা শেষ করতে বাদীর ব্যর্থতা, যদি না তিনি

বাণিজ্যিক বিরোধে জরুরি সুরাহা চান, বিবাদীকে এই দাবি করার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিকার দেয় যে, এই জাতীয় মামলা বাদী দ্বারা দায়ের করা যেত না।বাদীর এই ধরনের ব্যর্থতার ফলে মামলা খারিজ হয়ে যাবে যদি মামলাটি দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়।২০১৫-র আইনের ১২ (ক) ধারার আওতায় দায়ের করা অন্য মামলাটি এমন একটি মামলা যেখানে বাদী জরুরি ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি চেয়েছেন।

২০১৫ সালের আইনের ১২ (ক) ধারার আওতায় দুই ধরনের মামলাকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়।মামলাগুলির ক্ষেত্রে, যেখানে বাদী জরুরি স্বস্তি চান না, সেখানে প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার মেয়াদ শেষ করার জন্য আইনগতভাবে বাদীকে প্রয়োজন হয়, যেখানে বাদীর কোনও জরুরি অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি চাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় না।

যে মামলায় আবেদনকারী জরুরি স্বস্তি চান না, সেখানে অনুকরণকে সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলকভাবে মধ্যস্থতার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ানো বা স্থগিত রাখা হয়, অন্য বিভাগে এই ধরনের কোনও সুবিধা দেওয়া হয় না।

২০১৫ সালের আইনের ১২ (ক) ধারায় ব্যবহৃত ভাষার প্রকৃতি বিবেচনা করলে,এবং এর অধীনে যে দুই ধরনের মামলার বিচার করা হচ্ছে এবং আমার দৃষ্টিতে একটি মামলার 'দাখিল' এবং তার 'প্রাক-মামলা শুরুর' এর মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করে,২০১৫ সালের আইনের আওতায় কোনও জরুরি অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি দেওয়ার কথা ভাবা হয়নি, এমন কোনও মামলার বাদী নির্ধারিত পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার প্রতিকারটি শেষ করে ফেলেছেন কিনা সে সম্পর্কে আদালতে মামলা দায়েরের সময় আদালতকে তার মন প্রয়োগ করতে হবে।২০১৫-র আইনের ১২ (ক) ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় আদালতকে এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, কোনও বাদী যাতে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী মামলা দায়ের করেন।১৯৬৩ সালের লিমিটেশন অ্যাক্টের ৩ নম্বর ধারার আওতায় এই দায়িত্ব পালন করা হয়।যদি বাদী এটা প্রমাণ করতে পারেন যে, বাদীর জরুরি অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি প্রয়োজন, তা হলে তিনি প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতা গ্রহণ করতে পারবেন না।এটি করার জন্য, বাদীকে যে আদালতে মামলাটি দায়ের করতে হবে সেই আদালতে যেতে হবে এবং আদালতকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে বাদীর দাবি করা জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতা ছাড়াই এই জাতীয় মামলা দায়ের করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত মনে করে যে আবেদনকারী জরুরি অব্যাহতি মঞ্জুরির জন্য একটি আবেদনের সঙ্গে মামলাটি দায়ের করেছেন এবং এই আদালত সন্তুষ্ট যে আবেদনকারির দায়ের করা আবেদনটি উল্লিখিত পরিস্থিতিতে এবং জরুরি অব্যাহতি মঞ্জুর করার আবেদনে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির প্রয়োজন রয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রেক্ষিতে প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতার কোনও প্রয়োজন ছাড়াই আবেদনকারীকে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়ে ২০২২-এর জিএ-২ কার্যকর করা হয়েছে।

এরফলে ২০২২ সালের জিএ-২ এর নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

(কৃষ্ণা রাও, বিচারপতি)

পরে: প্রতিবাদী নং ১ পক্ষের কৌঁসুলি আদেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন করেন।

প্রার্থনা বিবেচনা করা হয় এবং প্রত্যাখ্যাত হয়।

(কৃষ্ণা রাও, বিচারপতি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.